দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 1 4 200

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

ইবি শিক্ষকের যৌন কেলেঙ্কারি নিয়ে তোলপাড়

ইবি সংবাদদাতা ॥ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল হাদিস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আশরাফুল আলমের বিরুদ্ধে আনীত কতিপয় ছাত্রীর যৌন হয়রানি সংক্রান্ত বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করলেও এর সত্যতা নির্ণয় কঠিন হয়ে পড়েছে। আল হাদিস বিভাগের সিংহভাগ শিক্ষকই ডানপন্থী চিন্তা-চেতনার হওয়ায় এবং অধ্যাপক আশরাফুল আলম বঙ্গবন্ধু পরিষদের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হওয়ার সুবাদে চক্রান্তমূলক এ ঘটনাটি ঘটানো হচ্ছে বলে বেশকিছু শিক্ষক-কর্মকর্তা ও ছাত্রছাত্রী দাবি করছে। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ প্রমাণ নেই। তা ছাড়া আল হাদিস বিভাগের কয়েক শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, তিনি মিশুক প্রকৃতির শিক্ষক। শুধু ছাত্রীই নয়, ছাত্রদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির ভাব রয়েছে। এ ব্যাপারে অধ্যাপক আশরাফুল আলম জানান, 'একটি বিশেষ মহলের দ্বারা আমি ষড়যন্ত্রের শিকার।'

উল্লেখ্য, কিছুদিন পূর্বে একটি জাতীয় দৈনিকের চিঠিপত্র কলামে আল হাদিস বিভাগের জনৈক শিক্ষকের যৌন নির্যাতন সম্পর্কিত একটি চিঠি ছাপা হয়। পরবর্তীতে কিছু ছাত্র চিঠিপত্র কলামের ঐ কাটিং দেয়ালে লিফলেট আকারে সেঁটে পাশে শিক্ষকের নাম উল্লেখ করে। এতে বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হয় এবং আশরাফুল আলমের বিরুদ্ধে বেশি নম্বর দিয়ে ছাত্রীদের ব্যবহার করার অভিযোগ করা হয়। গত ২৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ড. মোশাররফ হোসেনকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ছাত্রীদের নাম না প্রকাশের শর্তে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আহ্বান করলে বিষয়টি ক্যাম্পাসের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। তবে বঙ্গবন্ধু পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেছেন, 'যদি তিনি সত্যই দোষী হন তাহলে তাঁর শাস্তি হোক। কিন্তু তিনি যেন ষড়যন্ত্রের শিকার না হন।' তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর একটি সূত্র বলেছে, আশরাফুল আলমের মেয়েলী সমস্যা থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি নির্দিষ্ট কিছু মেয়ের সঙ্গে আনাচে-কানাচে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখা গেছে। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার প্রবল আগ্রহ তাঁর মাঝে লক্ষ্য করা গেছে। তবে আল হাদিস বিভাগের বেশকিছু সিনিয়র ছাত্রী বলেছে, স্যার আমাদের সঙ্গে গল্পগুজব করেন সত্য তবে শালীনতা বজায় রেখে। তাতে আমরা দোষের কিছু মনে করি না। আল হাদিস বিভাগে মোট ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ১৬ জন।

ক্লাব নির্বাচন ॥ প্রগতিশীল প্যানেলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন

কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ প্রধান পদগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। সাধারণ ঐক্য প্যানেল নামের প্রগতিশীলদের গ্রুপ পেয়েছে ৬টি পদ। বাকি ৫টি পদ পেয়েছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদি ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী আলী নূর-আমিনুল গ্রুপ।

শনিবার থেকে ১৫ দিনের ছুটি

আগামী শনিবার থেকে সরস্বতী পূজা, বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস ও ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ দিনের জন্য ছুটি হচ্ছে। শনিবার থেকে ক্লাস বন্ধ হলেও ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরীক্ষা কার্যক্রম চলবে। ২ মার্চ হতে পুনরায় ক্লাস পরীক্ষা ও অফিস কার্যক্রম শুরু হবে।